ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (War on Darwinism)

ড: প্রণব কান্তি চৌধুরী

The Big Business Theory এর মৌলিক দর্শন : যে কোন প্রকার প্রতিসাম্য ভিত্তিক সামাজিক ভাবাদর্শের (symmetry based ideology) মূলনীতি সমূহকে বিতর্কিত করা এবং সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য করা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সকল প্রক্রিয়ার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার মূল দর্শন : Symmetry is at the heart of everything. উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, The Big Business Theory একটি বিজ্ঞানের মূলনীতি বিরোধী তত্ত্ব। ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেট পুঁজিপতিদের এই মনোভাব প্রকাশ পায়। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকান কর্পোরেট কৃষ্টি ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর ডারউইনের বিবর্তনবাদ বিরোধী মতবাদের মধ্যে সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমেরিকান রক্ষণশীল গোষ্ঠী বিশেষ করে , খ্রীশ্চিয়ান মৌলবাদীরা বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ডারউইনের বিবর্তনেবাদের বিরোধিতা করে এসেছে। ১৯২৫ সালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী রাজ্যের ডেটন (Dayton) শহরে অনুষ্ঠিত Scope Monkey Trial এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত ওয়ালডর্ফ এস্টোরিয়া (Waldorf Astoria) হোটেলে আমেরিকার National Association of Manufacturers (N.A.M.) এর বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন আমেরিকান রক্ষণশীল গোষ্ঠীর নেতা রেভারেন্ড James W. Fifield Jr.। রেভারেন্ড ফিফিল্ড ১৯৩৫ সালে থেকে " Spiritual Mobilization" নামে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আসীন ছিলেন। রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে রেভারেন্ড ফিফিল্ড স্বাভাবিকভাবেই ডারউইনের বিবর্তনবাদ বিরোধী ভাবধারার সমর্থক হবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার নামকরা শিল্পপতিরা , যেমন General Motors , Standard Oil, General Electric , Mutual Life , Sears এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞনের উপর নির্ভরশীল প্রযুক্তি জগতের মহারথীদের এই মহাসম্মেলনে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মুক্ত বাণিজ্যের আদর্শের বিকাশ এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বিরোধিতার অঙ্গীকার বিপুল উৎসাহের মধ্য দিয়ে গৃহীত হয় ।

উনবিংশ শতাব্দীতে জীববিজ্ঞানের তিনটি মূল স্তম্ভ যথাক্রমে জৈব বিবর্তনবাদ তত্ত্ব (The theory of biological evolution), জীবকোষ তত্ত্ব (Cell theory of living organism), ও জৈবিক বংশগতি তত্ত্ব (The genetic theory of biological inheritance) প্রণীত হয়। থিওডর শন (Theodor Schwann, 1838), মথিয়াস জ্যাকব শ্লেইডেন (Matthius Jakob Schleidev, 1838) এবং রুডল্ফ ভিরকো (Rudolf Virchow, 1839) জীবকোষ তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্বের মতে:

১. সকল জীবদেহ জীবকোষ দ্বারা তৈরী বা All living organisms are composed of one or more cells
২. জীবকোষ প্রাণের মূল ভিত্তি বা The cell is the most basic unit of life
৩. সকল জীবকোষ পূর্বপুরুষ জীবকোষ থেকে উদ্ভুত হয় বা All cells arise only from pre-existing cells

১৮৬৫ থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (Gregor Johann Mendel) মটর শূটি গাছের (pea plant) উপর প্রায় এক দশকের পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের পর জৈবিক বংশগতি তত্ত্ব মূল নীতিগুলো প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে জীববিজ্ঞানের এই শাখাকে জেনিটিক্স নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন তার পাচ বৎসরব্যাপী বিগল জাহাজের বিশ্বব্যাপী অভিযানের সময় পর্যবেক্ষিত ও সংগৃহিত জীবজগতের বিভিন্ন নমুনা থেকে জৈব বিবর্তনবাদ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত The Origin of Species এবং ১৮৭২ সালে প্রকাশিত The Descent of Man গ্রন্থ দুইটিতে ডারউইন যথাক্রমে প্রাকৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে জীবজগতের সকল প্রজাতির উদ্ভব এবং নিম্ন স্তরের প্রাণি যেমন শিম্পাঞ্জী থেকে মানব প্রজাতির উদ্ভবের ধারণাকে প্রকাশ করেন। অতএব দেখা যায় , ডারউইনের বিবর্তনবাদের উদ্ভব বিজ্ঞানের প্রগতির ধারাবাহিকতার ফসল ব্যতীত অন্য আর কিছু নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, ডারউইনবাদের অনতিকাল পূর্বে প্রণীত জীবকোষ তত্ত্বের প্রতিটি মূলনীতি বাইবেল বর্ণিত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সম্পূর্নভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই তত্ত্বের বিরদ্ধে খ্রীষ্টান ধর্মালম্বী জনগোষ্ঠীতে অদ্যাবদি কোন প্রতিরোধ আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠীতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়। অনেকের মতে , মানব প্রজাতির সকল সদস্যদের উৎপত্তিগত সাম্য শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী ভাবাদর্শের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে । ফলশ্রুতিতে, ডারউইনের তত্ত্বকে বাইবেল বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, ডারউইনবাদের বিরোধিতার সাথে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা ধর্ম বিরোধী যৌক্তিকতার

কোন সম্পর্ক নেই । এই বিরোধিতা শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর উপনিবেশবাদী ও কলম্বাসের আবিষ্কার পরবর্তী আমেরিকা মহাদেশে বর্ণবাদী চ্যাটেল ক্রীতদাস প্রথার ভাবাদর্শের সাথে ডারউইনবাদের মূলনীতির মিথষ্ক্রিয়ার ফসল। উল্লেখ্য, ডারউইনবাদ মানব জাতির সকল সদস্যদেও মাঝে উৎপত্তিগত প্রতিসাম্যকে প্রকাশ করে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরোধিতায় ধর্মীয় অনুভতির প্রাধান্য ছিল কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের পর এই ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরোধিতাকে ভাবাদর্শভিত্তিক যুদ্ধের (ideological war) অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ মার্ক্সীয় দর্শনের উপর ডারউইনবাদের পরোক্ষ প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে পুঁজিপতি গোষ্ঠী এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিরোধ সৃষ্টির পরিকল্পনা করে। উল্লেখ্য, ধর্মীয় চিন্তার প্রভাবমুক্ত দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ডারউইন তত্ত্বের বিরোধিতা ১৯০৭ সালে ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসন (Henry Bergson) প্রনীত Creative Evolution গ্রন্থে সূচিত হয়েছিল্ । এই গ্রন্থে তিনি ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবজগতের প্রজাতির উৎপত্তির ধারণাকে বিতর্কিত করেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ডারউইন তার গ্রন্থে প্রাকৃতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কেন জটিল থেকে জটিলতর জৈবিক সংগঠনের আবির্ভাব হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করেননি। বিবর্তনের প্রথম ধাপে সরল ও স্থিতিশীল জৈবিক সংগঠন আবির্ভাবের পর বিবর্তন কেন থেমে যায়নি এই প্রশ্নের উত্তর ডারউইন দিতে পারেনি। এই প্রশ্নের উত্তরে বার্গসন élan vital (vital impetus) একটি শক্তির ধারণার অবতারণা করেছিলেন।বার্গসনের এই ধারণা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বার্গসনের ধারণাকে ভিত্তি করে প্রচুর অর্থব্যয়ে ডারউইন বিবর্তন বাদের তত্ত্বের বিপরীতে The Intelligent Design Theory নামে একটি ছদ্ম বিজ্ঞান (pseudoscience) করা হয়।

গুগল কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার (artificial intelligence) মতে Intelligent design (ID) is a theory that the universe and life's complex structures are best explained by an intelligent cause, rather than by natural selection or other purely scientific processes. এই সংজ্ঞা থেকেই এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য পরিষ্কার । এই তত্ত্বের ঘোর সমর্থকদের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের খ্রীষ্টান ও রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান Discovery Institute অন্যতম। ১৯৯০ দশকের মধ্যভাগে Discovery Institute এর নেতৃত্বে পরিচালিত intelligent design movement আন্দোলনের অংশ হিসাবে সরকারী বিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞানের পাঠ্য তালিকায় The Intelligent Design Theory অর্ন্তভূক্ত করার প্রচেষ্টা্ করা হয় । এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত 2005 Kitzmiller v. Dover Area School District বিচারকের আদালতে পৌছে।

আদালত intelligent design কে সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বিরোধী ধর্ম প্রতিষ্ঠার ছদ্মাবরণ হিসাবে বাতিল করে দেয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, intelligent design movement এর পুরোটাই The Big Business Theory এর মৌলিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বিজ্ঞান বিরোধী প্রকল্প।

"মানব দেহ প্রায় ৩৭ লক্ষ কোটি জীবকোষের অর্থাৎ এককোষী প্রাণীর সামাজিক সমাবেশ " এই সত্যের চেয়ে অধিক বাইবেল কিংবা ধর্ম বিরোধী বৈজ্ঞানিক সত্যের কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সামাজিক গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান জীবকোষ তত্ত্বের বিরুদ্ধে আদালতের কাছে নালিশ করেছে এমন তথ্যের অস্তিত্ব নেই। এর কারণ , জীককোষ তত্ত্বের অনুপস্থিতিতে আধুনিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান যেমন হাসপাতাল , ঔষধ শিল্প ও বহুবিধ গবেষণা ও পরীক্ষাগার বন্ধ হয়ে যাবে। এই সত্যটি The Big Business Theory এর প্রবক্তাদের কাছে অজানা নয়। তদ্রুপভাবে, জৈবিক বংশগতি তত্ত্বের অনুপস্থিতিতে অনেক রোগের সফল চিকিৎসা অসম্ভব এই সত্যটি সহজেই অনুমেয়। তাই , জীববিজ্ঞানের মূল তিনটি স্তম্ভের মাঝে শুধুমাত্র ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব কেন The Big Business Theory এর প্রবক্তাদের চক্ষুশুল হিসাবে আবির্ভুত হল এ বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

আমার মতে " মানব প্রজাতি শিম্পাঞ্জী থেকে বিবর্তিত হয়েছে" এই সত্যটি জীবকোষ তত্ত্বের মূল সত্যের চেয়ে অনেক বেশী গ্রহণীয়। এর কারণ এই বক্তব্যে মানুষকে একটি সত্তা হিসাবে বর্ননা করা হয়েছে যা ধর্মীয় চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে The Big Business Theory এর ক্রুসেড অপরিণত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ফসল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরোধিতা থেকে মানব প্রজাতির কোন ধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা বিদ্যমান তা নিয়ে আলোচনা অপরিহার্য। ১৯৯১ সালে জর্জ উইলিয়াম (George C. William) ও র‍্যানডল্ফ নেসে (Randolph Nesse) প্রণীত The Dawn of Darwinian Medicine গ্রন্থে প্রথমবারের মতো প্রাকৃতিক বিবর্তনের আলোকে মানবদেহের ব্যাধির উৎস ও তার নিরাময়ের ওপর আলোচনা করা হয়। উইলিয়াম ও নেসের কাজের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে গ্লাকমান (Gluckman) ও তার সহকর্মীরা মানবদেহের ব্যাধির প্রতি দুর্বলতা (vulnerability) সৃষ্টির জন্য ৮টি বৈবর্তনিক প্রক্রিয়াকে (evolutionary pathways) দায়ী করেন। তার মধ্যে নিচে বর্ণিত তিনটি প্রক্রিয়া আমার পরবর্তী আলোচনার জন্য প্রয়োজন হবে : 1. Mismatch: exposure to evolutionarily mismatched or novel environment. 2. Excessive defense mechanism: inappropriate deployment of processes that evolved as an adaptation. 3. Co-evolutionary considerations: losing the evolutionary arms race against microbes.(Gluckman Peter D et al) । এই তিনটি প্রক্রিয়ায়

বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৭০৫ সালে ভার্জিনিয়া কলোনীতে বিবর্তন বিরোধী বর্ণবাদী চ্যাটেল ক্রীতদাস প্রথা ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্টার সুবাদে ব্রিটিশ বংশোদ্ভুত শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি বৈবর্তনিক অসুস্থতার (evolutionary maladies) আবির্ভাব হয়েছিল। এই অসুস্থতাগুলো হল : ১. শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ (white suopremacy) ২। মেনিফেস্ট ডেস্টিনি (manifest destiny) ৩। সিক্সফোবিয়া (six-phobia) । (১ম খন্ড : ৩ আধুনিক সভ্যতার বৈবর্তনিক অসুস্থতা (evolutionary maladies) পৃষ্টা:১৩০-১৯০) ; ২য় খন্ড: ১.২ বৈবর্তনিক সংকট ৪০-৪৫)

এই প্রবন্ধের লেখক প্রায় তিন দশক ধরে তার প্রণীত একীভূত প্রাকৃতিক বিবর্তনের মডেলের (Unified Model of Natural Evolution) অধীনে প্রণীত Evolutionary Anthropodynamics প্রয়োগ করে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত আধুনিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমূহের একটি বৈবর্তনিক বিশ্লেষণ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই গবেষনায় দেখা যায় , আমেরিকান গৃহযুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ , হলোকাস্ট ও মধ্যপ্রাচ্য সংকট পরস্পরের সাথে সর্ম্পযুক্ত এবং এই সকল দীর্ঘস্থায়ী ও বিপুল প্রাণ সংহারকারী সামাজিক ঘটনাসমূহ সামাজিক কৃষ্টিগত বা বৌদ্ধিক বিবর্তনের (cultural or intellecrtual evolution) নিয়মের লঙ্ঘনের ফলে আবির্ভুত হয়েছিল। (আধুনিক সভ্যতার দুই খলনায়ক : কলম্বাস ও আইনস্টাইন ১ম ও ২য খন্ড) অতএব বোঝা যায় , The Big Business Theory এর প্রভাবে সংঘটিত ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বিনা শাস্তিতে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে না । এই উপলক্ষে Alexander The Great Syndrome এর অবতারণা করা প্রয়োজন। মহাবীর আলেকজান্ডারের সকল দুর্ভাগ্যের মূলে এই সত্যটি ছিল : Alexander the Great with no cell theory of living organism or the cellular view of human body . এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে অনুসরণ করে বলা যায়: আধুনিক সভ্যতার সংকটের মূলে রয়েছে : The modern human civilization no unified model of natural evolution or the Sapiens' view of human race.

আরো তথ্যের জন্য আমার ওয়েবসাইট : www.anthropodynamics.com । আমার গ্রন্থ " আধুনিক সভ্যতার দুই খলনায়ক : কলম্বাস ও আইনস্টাইন " www.rokomari.com এ বিক্রয় হচ্ছে।